একে একে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গল্পগুলির কথা মনে রাখলে তাঁর গল্পধারায় বিশেষ মনোভঙ্গিটির চারটি স্তরের পরিচয় মেলে। ১. 'সাপ্তাহিক হিতবাদী' পত্রিকার পর্ব, ২. 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের কাল, ৩. 'সবুজপত্র' অধ্যায়, ৪. শেষপর্ব—'তিনসঙ্গী' গ্রন্থভুক্ত তিনটি গল্পের রচনাকাল। 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি গল্পকার রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যাহ্নকাল' চিহ্নিত করে। এমন চারটি স্তরের মধ্যে 'ভারতী', 'নবজীবন', 'বালক' পত্রিকার কথাও স্মরণে আসে। ১২৯১-১২৯২-এর সময়সীমায় রবীন্দ্রনাথ শেষোক্ত তিনটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে লেখেন তিনটি গল্প। মূলত ১২৯৮ থেকেই শুরু হয় তাঁর গল্পসাহিত্য-পথে সবল পদসঞ্চার।

এসব তথ্য সামনে রাখার কারণ, আমাদের সাহিত্যে গল্প এসেছে এক একক অভাবনীয় ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের নতুন সৃষ্টির আত্মিক উল্লাসের স্বতঃস্ফূর্ততায় নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-সব গল্পকে ধারণ ও বহন করেছে একাধিক পত্রপত্রিকাই। পত্রিকার মধ্য দিয়েই গল্পকার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেমন আমাদের পরিচয়, তেমনি বাংলা গল্পের প্রথম প্রভাতের পরিবেশে আমাদের মানস-মুক্তিও ঘটে। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভিখারিণী' গল্পটি রচনার মাধ্যমে বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ। বিশ্বসাহিত্যের গল্পরেখায় এডগার এ্যালেন পো তখন জ্যেষ্ঠ, মধ্যে মোপাসাঁ আর চেখভ, অন্তে রবীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ বয়সে যেমন, তেমনি গল্পের আবির্ভাবেও! কিন্তু কনিষ্ঠ হয়েও বাংলা ছোটগল্পে যে সূচনা ও বেগ ঘটালেন, তাতে তাঁর স্থান ও গল্পের স্থান বিজয়ী রাজার ও রাজ-সিংহাসনের মতো চিহ্নিত হতে থাকে।

কথাটা নিশ্চয়ই বলা যায়, অল্প সময়ের পরিধিতে দু'হাতে গল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ। যেন একটা প্রবহমান নদীর প্রবল বেগ, তা স্বতন্ত্র, অদ্ভুত আর প্রাণদায়ী, যেন অজস্র তরঙ্গের উচ্ছ্বাস-উল্লাস, এবং তাতেই নদী আর এক নতুন দ্বীপ ঠেলে তোলে নিচের মাটি থেকে—যেটা জন্ম থেকেই উর্বর, আকর্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্প লিখে এক নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করেন, জয় করে বিজেতার বীর-সম্মানে লালন পালন শাসনও করে যান! শাসন অর্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিশীলন, নির্দিষ্ট নীতি-নির্ধারণ। রবীন্দ্রনাথের হাতে যার সগর্ব সূচনা, সেই রবীন্দ্রনাথের হাতেই তার আবার অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যসৃষ্টি। বিষয়ে বিবিধ রসের স্বাদ সৃষ্টি, পোশাকে বিচিত্র রঙের বাহার দিয়েই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের উপচার সাজানো।

এটা সর্বজনবিদিত, এবং প্রসঙ্গত আগেও বলেছি, গল্প লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহবাসী এবং পদ্মার তীরে বোটে পরিভ্রমণ করছেন ব্যক্তিগত ও জমিদারি কাজে। এই সময়ের গল্প-রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য—'সাধনার যুগে প্রধানত শিলাইদহেই কাটিয়েছি। কলকাতা থেকে বলুর (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) ফরমাশ আসত, গল্প চাই। গ্রাম্য-জীবনের পথ-চলতি কুড়িয়ে পাওয়া অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় সাজিয়ে লিখেছি

Scanned with CamScanner

গল্প।' তাঁর প্রথম দিকের গল্পে গ্রামজীবন, নিম্নবিত্ত সংসার ও সমাজ-জীবন হয় নামাবলী। তাঁর গল্পের সঙ্গে তাঁর কবিতার সম্পর্ক রক্তের। এক সমালোচক তথ্য দিয়ে বুঝিয়েছেন—'১৮৯১ হইতে ১৮৯৫ (বাং ১২৯৮—১৩০২)-এর মধ্যে পাইতেছি চুয়াল্লিশটি গল্প, সমগ্র গল্পগুচ্ছের অর্ধেকের কিছু বেশি, প্রায় প্রত্যেক মাসে একটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ পত্রিকার জন্য রচিত।' এই কয়েক বছর 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্য রচনার সময়।

রবীন্দ্রনাথ যখন গল্প লিখতে বসেছেন, তখন সারা বিশ্বে উনিশ শতকের শেষতম দশকটি বাদ দিয়ে বাকি বিশাল সময় ধরে ছোটগল্পের একটা মোটামুটি আকার এসে গেছে। খড়-মাটি দিয়ে আকার রচনার পর তাতে নানা রঙের মূর্তি গড়া হয়ে গেছে। পুতুলকে বড় করে তৈরি করা হয়েছে প্রতিমা। আগে বলেছি, বিদেশি গল্পের সঙ্গে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের তখন পরিচয়ের মাধ্যম একমাত্র কিছু অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ গল্প রচনা করতে বসে জন্মমুহূর্তে যাকে করেছেন প্রতিমা, তাকেই দিলেন নানান অবয়ব, পূর্ণতার মধ্যেও বৈচিত্র্য, অপূর্ণতাকে অপূর্ণ করেই ধরে নানা-খানা করে তার একাধিক নতুন নতুন পূর্ণ রূপের প্রতিরূপ।

তাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গল্প মিলেমিশে সাধারণভাবে ছোটগল্পের যে দেহ-মন-আত্মা, ঘর-বাহির-আকাশ রচনা করে, তা উত্তরসূরি বাংলা ছোটগল্পের যথার্থ দিকনির্দেশক হয় নিঃসন্দেহে। তাঁর গল্পের বিষয় ও আঙ্গিক গভীর-নিবিড় থেকে যে বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দিষ্ট করে, সেগুলিকে মোটামুটিভাবে সাজালে দাঁড়ায় : ১. ছোটগল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় হবে একটাই এবং একমুখী। গল্পের অন্যান্য উপকরণ তার প্রতিষ্ঠায় একমাত্র তৎপর হয়। ২. গল্পের মধ্যে নিশ্চয়ই একটি 'মহামুহূর্ত' থাকবে যেখানে পাঠকের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা স্থির অথচ চরম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কম্পমান। ৩. একটি প্রধান কাহিনী, একটি প্রধান ঘটনা, একটি প্রধান চরিত্র অন্যান্যদের নিয়ে এমন এক জায়গায় থামবে যেখানে পাঠকের মন থেমেও থেমে যাবে না। তা হল তার উপসংহার, সেখানেই গল্পের মহত্তম ব্যঞ্জনা। শেষ এমন হবে যেন পাঠকের একেবারে মর্মে গিয়ে ঘা মারে। ৪. একাধিক সমালোচক যাকে বলেছেন 'Unity of Impressions' অর্থাৎ প্রতীতির সমগ্রতা, তা ছোটগল্পে থাকা প্রয়োজন। ৫. চরিত্রের বাস্তবতা, লেখকের বক্তব্য ও শিক্ষা জীবনের বৃহত্তম সত্যকে তুলে ধরবে।

এ সব শিক্ষাই রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক ছোটগল্পগুলি আমাদের দেয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আসার আগে স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখের ছোটগল্প-জাতীয় রচনাগুলি। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যবহার করেন 'ছোটগল্প' কথাটি। তাঁর আগে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ যে গল্প রচনার প্রয়াস করেন, সেগুলিতে ছোটগল্পের শিল্পরূপের পূর্ণতা ছিল না। রবীন্দ্রনাথেই তার সর্বপ্রথম সার্বিক বিস্ময়কর পূর্ণতা ঘটে। রবীন্দ্রনাথের আর একটি কৃতিত্ব, পুরনো যেসব অঙ্গসজ্জা, গড়াপেটা রূপ ছিল গল্পের, তাকেও বিচিত্রতায় ব্যবহার করে বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিকে দেন নবরূপ। রবীন্দ্রনাথ,

Scanned with CamScanner

একেবারে তাঁর হাতেই ছোটগল্পের জন্মলগ্নে, গল্পকে বাদ দিয়েও গল্প লিখে গেছেন, যেমন, 'রাজপথের কথা', আবার গল্প রচনায় ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে প্রায় ছোটগল্পের সূচনা ঘটান 'ঘাটের কথা' গল্পে। যে শক্তি ও সাহস এসব গল্পে, তাতে বারুদে আগুন স্পর্শ করানোর মতো কাজ করে 'সাপ্তাহিক হিতবাদী' পত্রিকা। গল্পের গোমুখ যায় খুলে।

এই 'হিতবাদী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই দেখা দেয় তাঁর প্রথম স্তরের মোট ছটি গল্প—'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'। শিলাইদহে থাকাকালীন প্রকৃতি-মানুষের যে নতুন সম্পর্কের মানস-উদ্বোধন ঘটে রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়, তা-ই আসে মর্তপ্রীতি ও মানব-ভালবাসার মানবিকতার স্বরূপে ছোটগল্পগুলিতে, ছোটগল্পের বিষয়ে আসে বিচিত্রতা। ছোটগল্পের পায়ের নিচের মাটি যেমন হয় শক্ত, তেমনি মাটির ওপরকার নানান গাছপালার মতো ছোটগল্পে আসে বিষয়ের অভিনবত্ব। নির্জন, নিঃশব্দ মানব-হৃদয় এই গল্পগুলির নায়ক-নায়িকার স্থায়ী ভাবের মতো হয়ে ওঠায় যুগপৎ সুখ-দুঃখ-নিঃসৃত বেদনাই গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনায় রূপ পায়।

প্রথম পর্বের গল্পে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গ্রামীণ (rural), দ্বিতীয় পর্বে হলেন নাগরিক (urban)। এটা বিষয়ের দিক থেকেই বিবেচ্য। 'সাপ্তাহিক হিতবাদী' পত্রিকার কর্মকর্তারা রবীন্দ্রনাথের গল্পের এত 'serious' বিষয়ে তুষ্ট হলেন না। রবীন্দ্রনাথকে চলে আসতে হল 'সাধনা'র পাতায়। 'সাধনা'র সম্পাদকও হলেন তিনি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সাধনা'র পাতায় গল্প লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথের গল্পরসিক মনে আসে আরও বিচিত্রতা। কবি ক্রমশ হলেন নাগরিক বিষয়ের গল্পকার। বাংলা ছোটগল্পের জন্মলগ্ন থেকে অব্যবহিত কালের মধ্যে গল্পের বিষয়ে এল আরও বিস্ময়, আরও রহস্য, উন্মাদনা, প্রসারতা।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির গল্প লিখেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে ব্যক্তিকে যোগ করেছেন নিবিড় করে। এসব গল্প যেন রবীন্দ্রনাথেরই আত্মবিম্ব। নায়ক তারাপদর কথা লিখতে বসে 'অতিথি' গল্পে এঁকেছেন প্রকৃতি ও ব্যক্তির নিবিড়তম সম্পর্কের রূপ। এমনিভাবে লিখেছেন 'ছুটি'র মতো গল্প, 'শুভা'র মতো সুভাষিণী নামের সেই মূক ব্যক্তি-মেয়েটির গল্প। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো গল্পেই ব্যক্তিকে আড়ালে রাখেননি, অস্বীকার করেননি। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, যা প্রেমে মহৎ হতে পারে, জটিল হতে পারে, মতান্তরে রহস্যময় হতেও বুঝি তার কোনো বাধা নেই। নিষিদ্ধ প্রেমের গল্প 'নষ্টনীড়' বিষয়ের দিক থেকে সমস্ত সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্কের মূলে কুঠারাঘাত। 'মধ্যবর্তিনী', 'দৃষ্টিদান', 'দুরাশা', 'মানভঞ্জন', 'নষ্টনীড়', 'মাল্যদান', 'দালিয়া', 'একরাত্রি', 'সমাপ্তি' ইত্যাদির মতো গল্প যেন খাঁটি মুক্তোর মালার মতো প্রসঙ্গত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমরা বিস্ময়ে চকিত, আনন্দে অভিভূত, মৌচাকের অজস্র মধুর ছোট ছোট আধারে স্বাদ গ্রহণে অস্থিত-চিত্ত!

প্রেম ছাড়াও তো মানুষে-মানুষে গভীর-নিবিড় সম্পর্ক হতে পারে। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালবাসা, মায়ের স্নেহ, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সশ্রদ্ধ প্রীতি—স্বামীর প্রতি স্ত্রীর,—এসবও গল্পের বিষয় হয়েছে অবলীলায় রবীন্দ্রনাথের হাতে। প্রমাণ, 'দিদি', 'পণরক্ষা',

Scanned with CamScanner

'রাসমণির ছেলে', 'দান প্রতিদান', 'মাস্টারমশাই', 'শেষের রাত্রি'-র মতো গল্প। বাংলা ছোটগল্পের ধারার কথা মনে রেখে বলি, 'বিচারক' গল্পেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেহজীবী নারীর প্রসঙ্গ এনেছেন। আবার 'ব্যক্তি' তো কখনোই 'সমাজ' বিচ্ছিন্ন নয়, তাই 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'দেনাপাওনা', 'সদর ও অন্দর', 'হালদার গোষ্ঠী'-র মতো গল্পগুলির মধ্যে তীব্র পারিবারিক ও সামাজিক সংকটকে গল্পের বিষয়ে অন্তঃশীল করেছেন। একাধিক গল্পে এনেছেন অতিপ্রাকৃত রসের ধারা। বাংলা ছোটগল্পে এর স্বাদও নতুন। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'কংকাল', 'মণিহারা', আগের গল্প 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'গুপ্তধন'—এসব গল্পের অতিপ্রাকৃত-ভাবনা বাংলা ছোটগল্পের মূল্যবান সব মণিহারের মতো।

রাজনীতিও রবীন্দ্রনাথের গল্পে এতটুকুও অস্বীকৃত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী। কোনো কালেই তিনি উগ্র স্বদেশিআনার সমর্থক হতে পারেননি। এর জন্য তাঁকে নানান সমালোচনা শুনতে হয়েছে। তাঁর কালে একসময়ে তাঁকে ভুল বুঝেছেন অনেকেই, তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যাও হয়েছে তাঁর সমকালে, তবু গল্পে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি ও স্বদেশ-ভাবনাকে কত বড় জায়গায় যে বসিয়েছেন 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে তার প্রমাণ আছে। শিশুদের কথায় তাঁর একাধিক গল্প বিস্ময় আনে। তাঁর গল্পে ব্যক্তি-পুরুষদের থেকে জটিল নারীরাই বেশি জায়গা নিয়েছে, বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্যই পুরুষেরা অবহেলিত হয়নি, তবে স্বল্প কথায় তারা দীপ্তিময়, উজ্জ্বল, হৃদয়গ্রাহী। তুলনায় নারীদের দেখেছেন নানা-খানা করে, কখনো বা চোরা লণ্ঠনের আলোর মতো মূল আলোটি তাদের ওপরেই সব সময় গভীর-নিবদ্ধ রেখে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের শেষ স্তরে নিশ্চয়ই 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলির অন্তঃস্বভাব মেলে। এখানেই তাঁর গল্প-ভাবনার সম্যক সিদ্ধি। অভিজ্ঞ, পরিণত ভাষার গাঢ়তা শুধু নয়, পরিণত বয়সের প্রগাঢ় প্রাজ্ঞতাও এসেছে চরিত্র নির্মাণে, মনস্তত্ত্বের ব্যবহারে, তীব্র বুদ্ধির মধ্যেকার দহন-জ্বালার যথাযথ প্রয়োগে। গল্পকার রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের প্রমাণপত্র শুধু নয়, বাংলা ছোটগল্পের ধারায় একটা 'মাইলস্টোন' রেখে যাওয়ার উপযোগী গল্পই 'তিনসঙ্গী'র 'ল্যাবরেটরি'।

কোথাও কাহিনী ও ঘটনা-বিরলতা, কোথাও চরিত্র-প্রাধান্য, কোথাও বা গল্পের জন্য ভাল গল্প বলার প্রয়াস—এমন মিলেমিশেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিশাল গগনচুম্বী সৌধনির্মাণ। এমন সৌধনির্মাণ যেমন বিষয়-গরিমায় সম্ভব হয়েছে, তেমনি গল্প বলার টেকনিক-এর কারণেও এর বিশালতা স্বীকৃতি পায়। গল্পগুলির মধ্যে কোনো কোনো গল্পে নায়ক নিজেই নিজের কথা বলছে, যেমন, 'অধ্যাপক' গল্প, কোথাও লেখক স্বয়ং একটু বলে দেওয়ার পর লেখকের কাছ থেকে কাহিনীর সুতো কেড়ে নিয়েছে গল্পের অন্যান্য চরিত্র—যেমন 'নিশীথে'। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের কাঠামোই তো অন্তরঙ্গ একটা চিঠি! রূপকথা, নাটক—এসব অঙ্গ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার আড়ালে চমৎকার সব গল্প বলে গেছেন।

সাধারণ মানুষের ভাবনায় থাকে, সদ্য প্রভাতকালটিই যেন সারাদিনের বিশিষ্টতাকে নানাভাবে ধরিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ দিয়ে বাংলা ছোটগল্পের সেই প্রথম প্রভাতের শুরু।

Scanned with CamScanner

আর এমন দীপ্ত, উজ্জ্বল প্রভাতেই পাই আগামী দিনগুলির ছোটগল্প রচনার প্রাথমিক সব প্রতিশ্রুতি, চুক্তি ও শপথ। একেবারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের পর থেকে যত গল্প লেখা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে একাধিক গল্পে লেখকের নিজের কথা নিজেই বলার পদ্ধতিটি এমনভাবে গৃহীত হয়েছে, যা আমাদের আজও সমান বিস্ময়চকিত করে।

বাংলা ছোটগল্পের সামগ্রিক জগৎ বিষয়, ভাষা ও আঙ্গিকে হবে তাজমহল, রবীন্দ্রনাথ তার সম্পূর্ণ নির্মাণের পক্ষে এক কৃতী বিশ্বকর্মা। তিনি বাংলা ছোটগল্পের ভগীরথ।

Scanned with CamScanner